দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... NOV.

পৃষ্ঠা ... কলাম

প্রেসিডেন্টের প্রতি শেখ হাসিনা

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি ভেঙে দিন

স্টাফ রিপোর্টার

এক সপ্তা'র মধ্যে দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি ভেঙে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল বিকালে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের এক প্রতিনিধি দল আওয়ামী লীগ নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি প্রেসিডেন্ট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের প্রতি এ আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা বলেন, ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাত্র ১০ কার্য

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মধ্যে এক প্রজ্ঞাপনে সকল বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখনো এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তিনি মন্তব্য করেন, প্রেসিডেন্ট এখনো এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, যাতে তাকে নিরপেক্ষ বলা যায়।

ধানমণ্ডিস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী ও অনিয়ম নিয়ে মতবিনিময় করেন। তারা অনেকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় পুলিশ ও সরকারী দলের এমপিদের হাতে নির্যাতনের করুণ কাহিনী বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বিলকিস জামান নামের পুরানো ঢাকার এক শিক্ষিকা জানান, জোট সরকারের নেতারা তাকে কেবল চাকরিচ্যুতই নয়, তার সংসার ভেঙে দেয়ারও ষড়যন্ত্র করে। ওই শিক্ষক নেত্রীর অপরাধ ছিল একটাই, তিনি শিক্ষক সমাজের দাবী নিয়ে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিলেন। এ ছাড়া এখানে শিক্ষক নেতাদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়ক কাজী ফারুক আহমেদ, আজিজুল ইসলাম, আসাদুল হক, আব্দুস সাত্তার, আবদুর রশিদ প্রমুখ। মতবিনিময় সভাটি পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের মানব ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদ। উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী, ওবায়দুল কাদের, আবদুল মান্নান, আবদুল মান্নান খান, বিএম মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

শেখ হাসিনা আবারও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন; আল্লাহ্র রহমতে আবার দেশ সেবার সুযোগ পেলে দেশে ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হবে। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সারাদেশের মানুষকে নির্যাতন ও অত্যাচার করেছে। কিন্তু শিক্ষক সমাজের উপর সবচে' বেশি নির্যাতন করেছে। তাদের কাছে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। কেন করেছে আমি বুঝে পাই না। আমার মনে হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী নিজে মেট্রিক ফেল বলে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করুক, এটা চাননি। এ কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছেন। আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, আমি মনে করি সরকারী কর্মকমিশনের মতো শিক্ষকদের জন্যও আলাদা একটি কর্মকমিশন গঠন করা দরকার।

তিনি বলেন, সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে বিএনপি-জামায়াতের সাবেক এমপি কিংবা নেতারা জড়িত। তাদের বহাল রাখা হলে শিক্ষকরা নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

এ মতবিনিময়ের পরপর ২৮ অক্টোবর জামায়াত-শিবিরের গুলিতে নিহত যুব সংগ্রাম পরিষদ নেতা শেখ রাসেলের পিতা শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা উপস্থিত ছিলেন।